দৈনিক সংবাদ

35

02 AUG 1997
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ .....

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে

॥ শাহ মোহাম্মদ মাকসুদ ॥

চাঁদপুর ঃ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান নানা সমস্যা ও সংকটের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। জোর করে বা চাপ দিয়ে কিংবা অনুপ্রাণিত করে শিশুদের স্কুলে এনে ভর্তি করানো হলেও এদের শেষতক ধরে রাখা যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের হিসেব মতেই স্কুলে ভর্তি হয়েও ৩৩ হাজার ৩শ' ৯৪ জন শিশু স্কুলে যায় না।

চাঁদপুর জেলায় এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৭৫ হাজার ২শ' ২০ জন। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ জানিয়েছে ওই বয়সীরা সবাই এবার স্কুলে ভর্তি হয়। উপরন্তু ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী আরো ২৩ হাজার ৫শ' ৯৩ জন কিশোর-কিশোরীও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু গত মে মাসে পরিচালিত সর্বশেষ জরিপে দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ড্রপ আউটের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৯০ ভাগ। সে হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩ হাজার ৩শ' ৯৪ জন। বাস্তব অবস্থা আরো ভিন্ন। বস্তুতপক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যাও আরো বেশি এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুর হারও শতকরা ২০ ভাগের কম হবে না। খাতায় নাম উঠিয়ে রেখে আর স্কুলে না আসা, কিন্তু পরীক্ষার সময় বা বই দেবার সময় কিছুদিন স্কুলে এসে পরে আবার দীর্ঘসময় অনুপস্থিত থাকাও ঝরে পড়ার সমতুল্যই।

চাঁদপুর জেলার সাতটি থানা ও দু'টি পৌর এলাকায় ৭শ' ৮৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২শ' ২২টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯টি নন রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৬টি স্যাটেলাইট, ৮০টি স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি বিদ্যালয়, ১শ' ৫৪টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৭টি কিন্ডার গার্টেন, ৭৪টি গণশিক্ষা কেন্দ্র ও ব্র্যাকের ২শ' ৮৫টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি, বেসরকারি সব মিলিয়ে ১ হাজার ৬শ' ৩৬টি স্কুল ও সেন্টার রয়েছে। এই সংখ্যা পর্যাপ্ত হলেও আসবাব, স্থান, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক সংকটের কারণে তা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সফল করার জন্য যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না।

চাঁদপুর ও হাজীগঞ্জ পৌর এলাকায় সরকারের ফ্যাসেলিটিজ বিভাগ এ পর্যন্ত ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করেছে।

পৌর এলাকার বাইরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২৬ কোটি ৩৪ লাখ ২ হাজার ৩শ' ২ টাকা ব্যয়ে জেলার সাতটি থানায় ১ হাজার ৩শ' ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার কাজ করেছে। তাছাড়া আরো ১৭টি বিদ্যালয়ের কাজ চলছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগও যেসব বিদ্যালয় নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করেছে বা করছে সেগুলোর পরিসরও খুব ছোট। ওইসব বিদ্যালয়েও দু'শিফটেই ক্লাস করতে হয় এবং একেক বেঞ্চে ৪/৫ জন করে বসতে হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বা পুনঃনির্মিত অধিকাংশবিদ্যালয়েরটিনশেডের।

প্রায় সব বিদ্যালয়েই রয়েছে টেবিল বেঞ্চসহ আসবাবপত্রের প্রচন্ড সংকট। বহু বিদ্যালয়ে আসবাব ও স্থানের অভাবে ছেলেমেয়েদের দাঁড়িয়ে বা গাছের নিচে ঘাসের উপর বসে ক্লাস করতে হয়। বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে যেগুলোর চালা আছে তো বেড়া নেই, বেড়া আছে তো চালা নেই। দরজা-জানালা নেই। ভাঙা চালা দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে শৌচকর্ম সারার কোন ব্যবস্থা নেই। এ ধরনের স্কুল বা এবতেদায়ী মাদ্রাসা দেখা যায় চাঁদপুর সদর থানার ইব্রাহিমপুর, রাজরাজেশ্বর, হাইমচর, মতলব থানার বাঁধ বহির্ভূত এলাকাসমূহ, হাজীগঞ্জ ও কচুয়ার বিভিন্ন এলাকায়।

জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মোট ৩ হাজার ৯শ' ৫০ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। এরমধ্যে ৪৭ জন প্রধান শিক্ষকের পদ সহ ১শ' ২৫ জন শিক্ষকের পদ খালি। বহু বিদ্যালয় আছে সেখানে মাত্র দু'জন শিক্ষক।

জেলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে, শিক্ষকদের বদলি করে তা কার্যকর করা যায় না। নানা তদ্বির ও চাপের মুখে বদলি করলেও সেগুলো বাতিল করতে হয়। এছাড়া শিক্ষকদের সংগঠনগুলোর কিছু কিছু নেতা রয়েছেন যারা ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান বন্ধ রেখে তদ্বির নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। আর ওইসব নেতাদের বদলি তো কঠিন ব্যাপার। কালেভদ্রে তাদের বদলি করা হলেও তা করতে হয় তাদের পছন্দমত স্থানে।